ন্যাশান্যাল
প্রগ্রেসিভ পিকচার্সের
নিবেদন।

বরযাত্রী

..কাহিনী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
..পরিচালনা
সত্যেন বসু

16-2-51

ন্যাশান্যাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্সের নিবেদন—

বরযাত্রী

কাহিনী—বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনা—**সলিল চৌধুরী**

পরিচালনা—**সত্যেন বসু**
চিত্রশিল্পী—বিমল মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশক—বীরেন নাগ
শব্দযন্ত্রী—তপন সিংহ
সম্পাদক—অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত রচনা—কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ
সলিল চৌধুরী
রূপ শব্দাকর—শক্তি সেন
যন্ত্র সঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—অমলেন্দু বসু
সুরেশ হালদার
সত্যরঞ্জন ঘোষ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ

শিল্প নির্দেশনায়—অবিনাশ চক্রবর্তী
সম্পাদনায়—দুলাল দত্ত
ব্যবস্থাপনায়—নিরঞ্জন সরকার
সত্যব্রত গুহ

আলোক চিত্রনে—বেবী, কানাই, ফিন্টু,
আলোক সম্পাতে—হরেন্দ্র গাঙ্গুলী
শব্দ গ্রহনে—তপন সান্যাল

নির্মানাগার—ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ
রসায়নাগার—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ
স্থির চিত্র গ্রহন—ষ্টিল ফটো সার্ভিস, লাইট এ্যাণ্ড শেড।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার—সোনারপুর স্পোর্টিং ক্লাব
সুইট হোম, ৬ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট।

সারাংশ—

DIPOK DEY
107/2, RAJA RAMMOHAN SARANI
KOLKATA-700 009
Phone : 2350-0030
-mail : ruana@vsnl

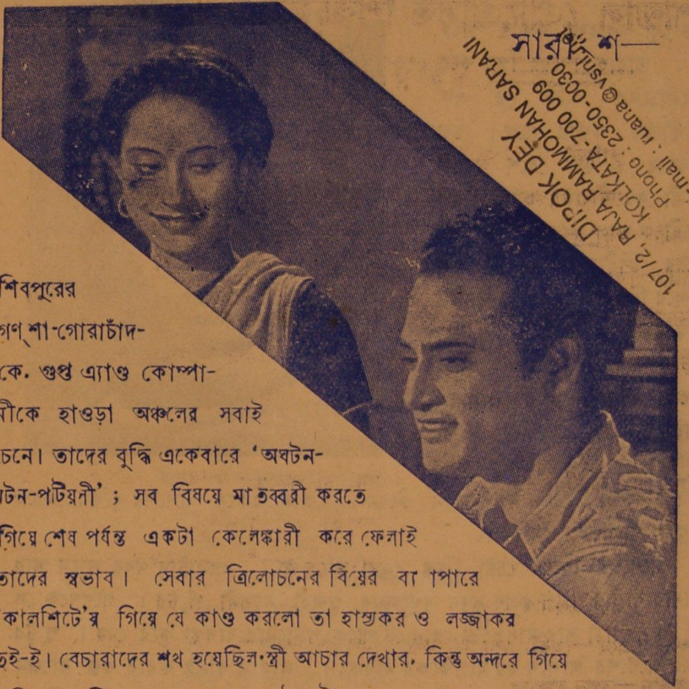

শিবপুরের গণ্‌শা-গোরাচাঁদ-কে. গুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানীকে হাওড়া অঞ্চলের সবাই চেনে। তাদের বুদ্ধি একেবারে 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী' ; সব বিষয়ে মাতব্বরী করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী করে ফেলাই তাদের স্বভাব। সেবার ত্রিলোচনের বিয়ের ব্যাপারে 'কালশিটে'য় গিয়ে যে কাণ্ড করলো তা হাস্যকর ও লজ্জাকর দুই-ই। বেচারাদের শখ হয়েছিল স্ত্রী আচার দেখার, কিন্তু অন্দরে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করা গেল না কাঠখোট্টা জগুদার জ্বালায়। বাসর-ঘরের পিছন হতে গান শুনতে গিয়ে তারা তাড়া খেল কন্যাপক্ষের লোকেদের হাতে। ফাঁকা মাঠ ভেবে প্রাণপণে দৌড়তে গিয়ে পড়ল একেবারে পানা পুকুরের মধ্যে। নাকানি-চোবানি খেয়ে পাড়ে উঠেও নিস্তার নেই, কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না ওরা বরযাত্রী। চোরের মার আর লাঞ্ছনা ভোগ হলো বেচারাদের বরাতে।

ত্রিলোচনের বিয়ের পর বন্ধুবর্গ স্থির করলো দলের নেতা গণ্‌শার একটা বিয়ে দিয়ে হিল্লে করার। কিন্তু গণেশের একমাত্র অভিভাবক মামা মশাই 'সাপের চেয়ে সাংঘাতিক' ব্যক্তি। উপার্জনক্ষম না হলে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। অথচ কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। তাই বন্ধুরা স্থির করলো মামার কাছে এক জবর উল্টো চাল্ দেবার—গণ্‌শা বিয়ে করতে চায় না বল্লে মামা হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবে ভাগ্নের সংসারে মতি গতি রাখার জন্য। কিন্তু ঝানু মামা ওসব চালে ভোলবার নয়। যাক, মামা বিয়ে না দিলেও বন্ধুরা তাদের

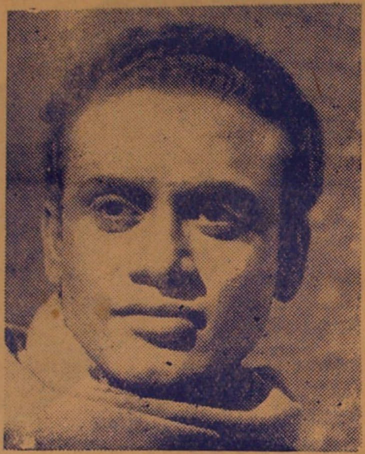

কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। তারাই বিয়ের স্থির করে ত্রিলোচনের অতি দূর এক আত্মীয়ের কন্যার সঙ্গে। ছদ্ম পরিচয়ে ও ছদ্ম বেশে সবাই পাত্রী দেখতে যায়। কবি রাজেন পাত্রীকে ভাল করে দেখার জন্য বরের পিসীমা সাজে। কিন্তু অন্দরে গিয়ে সে বেচারা রীতিমত মুস্কিলে পড়ে—প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা। শেষে সে বাথরুমের জান্‌লা দিয়ে পালায়। বাইরে অন্য সকলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারে না, বাড়ীর কর্তা সন্দিগ্ধ চিত্তে থানায় ফোন করেন। কোন রকমে গণেশের বুদ্ধির জোরে সকলে পালাতে সক্ষম হয়।

গণেশের বিয়ের চেষ্টা কিন্তু বন্ধুরা ছাড়ে না। গোরাচাঁদ খবর আনে তার মাসীর বাড়ীর পাশে কৃপণ ভুবন মুখুজ্জ্যের সুন্দরী নাতনী পুঁটুর। গণেশকে সে পুঁটুর সহপাঠী তার মাসতুতো বোন টেঁপীকে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়। পুঁটুর সঙ্গে গণেশের আলাপ হয় ম্যাজিকের মারফৎ। আলাপ ঘনিষ্ঠ করার জন্য রাজেন উপদেশ দেয় পুঁটুকে রোজ কবিতা শোনাবার। এক 'বর্ষণ মুখোরিত দিনে' গণেশ সুযোগ পায় পুঁটুকে কবিতা শোনাবার। কিন্তু কবিতার ফল রাজেনের আশানুরূপ হয় না। অগত্যা পুঁটু সত্যি গণেশকে ভালবাসে কীনা পরীক্ষা করার জন্য বন্ধুরা গণেশকে ক'দিন গা ঢাকা দিতে বলে এবং এনে তোলে ত্রিলোচনের মামাশ্বশুর বিনোদ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। বিনোদ গাঙ্গুলী মশাই নেহাৎ সহজ ব্যক্তি নন, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছুই তিনি করেন। গণেশকে তিনি লুকিয়ে রাখেন বটে এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু লুকোন। এদিকে পুঁটুর মনোভাব জানার জন্য গোরাচাঁদ তার কাছে গিয়ে কথায় কথায় গণেশের ব্যাপারটা ফাঁস করে ফেলে। পুঁটুর দুষ্টু বুদ্ধি এদের থেকে বিন্দুমাত্র কম নয়। সে চালাকী করে গণেশকে তার মামার কাছে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

কিন্তু গণেশ ধরা পড়ে না সে নিরুদ্দিষ্ট হয়—কোথায়, কেন, কী জন্য তা সত্যি কেউ জানে না। শুধু ত্রিলোচন সন্দেহ করে গণেশ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। কিন্তু সংসার বন্ধন ছিন্ন করা কী এতোই সহজ? তাই গণেশকে ফিরে আসতে হয় মাথা মুড়িয়ে—বেচারা বরের বদলে বর্বর হয়ে গেল। তার বাসরের পরিচয় আর পরিহাস অক্ষয় হয়ে থাকবে।

পুঁটুর গানঃ—

শিমুল শিমুল শিমুলটা,
করলে আহা কী ভুলটা,
        আকাশে ছড়িয়ে শাখা ;
তোমার রাঙা ভবনে,
যাই বলো হায় কেমনে,
        শিমুল গো নাই যে আমার পাখা।
সবুজ বনে এলো যে চৈতালী,
তোমার সাথে পাতাবো মিতালী,
        না-না-না থেকো না দূরে।
নেমে এসো ওগো মাটীর বুকে,
এলো খোঁপায় তোমায় পরিবো সুখে গো,
        না-না-না থেকো না দূরে।
ও পারুল-পারুল-পারুল গো,
  মন যে আমার আকুল গো,
  তুমি তো থাকো দূরে,
  আমি যে কান পাতি তোমার সুরে,
  পরাণে আমার দাও না পুরে
        তোমার সুরভি পারুল গো।
  পবন শোনো গো শোনো,
  বলো তারি কানে—সে যে এলো ফিরে,
        অন্তর ঘিরে।

ও—
ও নীল নদী নদী যদি
সাগরের পানে তুমি গান গেয়ে যাও।
      মোর চঞ্চল হিয়ারে,
      ছলছল জোয়ারে,
            ভাসিয়ে নিয়ে যাও।
ওরে, কোন পাহাড়ের ঝরণা বেয়ে বেয়ে,
      এলে গান গেয়ে
তুমি কী আমার মতই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে?
আহা, কী ব্যথা বুঝি বুক ভরে যাও নিয়ে
হিয়ারে জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

বাসরের গান

রূপ নগরের পথিক ওগো
অচিন গাঁয়ে এসে
নবীন বর বেশে
বরণ মালা নিলে গলে।
পাহাড় বেয়ে ঝরণা ধারা
নামে যেমন পাগল পারা
সাগরের টানে
সকল বাধা ঠেলি
তেমনি ছলছলি
তুমি বুঝি এলে॥
চারটি চোখের প্রদীপ জ্বেলে
প্রেমের রাখী পরিয়ে দিলে
চির সাথীর গলে
দারুন দুঃখে ত্রাসে
মরণ যদি আসে
বাঁধন যেন নাহি টলে॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

তরজা গান।

পুঁটীমাছ ডাঙ্গায় উঠে ফুট কাটে,
চিংড়ীমাছের ছট্‌ফটানি দেখলে আমার বুক ফাটে
তিনকড়ার ঐ চটাপাখিটা তীর্থে যেতে চায়,
হায় হায় বলবো কি মশাই!
চ্যাংমাছে সাবান মেখে গায়,—
সেলুনে যায় চুল ছাঁটে।
এরা সব জাব্‌না খাবার গুরুমশাই,
আর গামলা ভাঙ্গার যম,
এদের কোন দিকে বা কম?
এরা হাত-পা ছোঁড়ে লাফায় হরদম,
দুধের গন্ধ নেই বাঁটে।

অভিনয়াংশে—

গণেশ—কালীপ্রসাদ
গোরাচাঁদ—অনুপকুমার
ঘোৎনা—অরুণ চৌধুরী
ত্রিলোচন—হারাধন বন্দ্যোঃ
রাজেন—ভবেন পাল (এ্যাঃ)
কে. গুপ্ত—সত্য বন্দ্যোঃ
গোলক—শান্তি ভট্টাঃ
ভুবন—শচীনন্দন ঘোষ (এ্যাঃ)
বিনোদ মামা—গোষ্ঠ মল্লিক
ন্যায়রত্ন—শীতল বন্দ্যোঃ
জগুদা—জিতেন চক্রঃ
ফক্‌রে—ভানু বন্দ্যোঃ
তিলুর শ্বশুর—সত্যেন বন্দ্যোঃ
গদাই নেউকী—বিনয় মুখোঃ
সহায়রাম—নারায়ণ বন্দ্যোঃ
মেসো—বাণীবাবু।

সুশীল ঘটক, দাদু, কালোদা, সহদেব ভকত, পরিতোষ রায়, গৌর সিকদার, রূপ, নীহার, রবিপ্রকাশ ও আরও অনেকে।

পুঁটু—যমুনা সিংহ
টেঁপী—শিখা দত্ত
গোরার মাসী—সন্ধ্যাদেবী
তিলুর বৌ—ঝর্ণা চক্রবর্তী
নন্তী—হাসি

মঞ্জু, বাণী, উষাদেবী প্রভৃতি।

ন্যাশান্যাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্সের
সার্থক কিশোর কথাচিত্র
“পরিবর্তন”

আপনাদের আনন্দ দিয়েছে · হাসিয়েছে · কাঁদিয়েছে·· সেই অনাবিল হাসি-কান্নায় ভরা আনন্দ আবার পেতে পারেন— 'পরিবর্তন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য দুই টাকা।

অনুসন্ধান করুন :—পঞ্চপ্রদীপ
৬, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অজন্তা ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৭-বি, সুরি লেনস্থ দি প্রিন্টম্যান প্রেস হইতে
শ্রীতারাপদ মুখার্জি কর্তৃক মুদ্রিত। [মূল্য দুই আনা]